যুগান্তর

তারিখ 20 MAY 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সিলেট এমসি কলেজে রোববার ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধ চলাকালে অস্ত্র হাতে প্রতিপক্ষকে ধাওয়া — যুগান্তর

সিলেট এমসি কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে বন্দুকযুদ্ধ

সিলেট ব্যুরো

সিলেট এমসি কলেজে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের অন্তত পাঁচ জন আহত হয়েছে। এ সময় লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন সাংবাদিকরা। আতংকে হল ছেড়েছে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা। সাংবাদিক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করেছেন টেলিভিশন সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা। রোববার দুপুরে জেলা ছাত্রলীগের অব্যাহতিপ্রাপ্ত সভাপতি

বন্দুকযুদ্ধ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম

বন্দুকযুদ্ধ : দু'গ্রুপে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পঙ্কজ পুরকায়স্থ ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিরণ মাহমুদ নিপু গ্রুপের মধ্যে এ বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। কলেজে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত। সংঘর্ষ চলাকালে অন্তত ৩০ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়।

ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এ সময় টিভির ক্যামেরা কেড়ে নেয় এবং ভাংচুর করে। তারা সময় টিভির প্রতিবেদক আবদুল আহাদ ও ক্যামেরাপার্সন নওশাদকে লাঞ্ছিত করে। এ সময় ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ভাংচুর করে ক্যাডাররা। শাহ পরান থানার ওসি নিয়াকত আলীর নেতৃত্বে ২০-২৫ জন পুলিশ ঘটনাস্থলে থাকলেও তারা নীরব থাকেন রহস্যজনক কারণে। দুপুর সোয়া ১২টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এ সংঘর্ষ চলে।

এমসি কলেজ ও টিলাগড়ে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ছাত্রলীগের পঙ্কজ ও হিরণ গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। কয়েক দিন আগে পঙ্কজ গ্রুপকে হটিয়ে ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নেয় হিরণ গ্রুপ। এর জের ধরে রোববার দুপুরে পঙ্কজ পুরকায়স্থ গ্রুপের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাস দখলে গেলে হিরণ মাহমুদ নিপু গ্রুপের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। এ সময় ক্যাম্পাসজুড়ে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় টিলাগড় এলাকার দোকানপাট। বেলা ১টার দিকে পঙ্কজ গ্রুপের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাস থেকে পিছু হটলে সংঘর্ষ থামে।

এদিকে, সংঘর্ষের সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সিলেট সাংবাদিক ইউনিয়ন সড়ক অবরোধ করে। দুপুরে সিলেট টেলিভিশন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ইকরামুল কবিরের নেতৃত্বে এমসি কলেজের প্রধান ফটকের সামনে সিলেট-তামাবিল সড়ক অবরোধ করে সাংবাদিকরা। অর্ধশত সাংবাদকর্মীর সঙ্গে কলেজের শিক্ষার্থীরাও এ অবরোধে যোগ দেন।